আমার প্রথম চাইনিজ বই

我的第一本汉语书

সংকলন ও সম্পাদনাঃ ড. মোহাম্মদ সাদী

ইদাই ইলু প্রকাশনী

সংকলন ও সম্পাদনাঃ ড. মোঃ সাদী
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি-২০১৬
দ্বিতিয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০২১
তৃতিয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০২৪

আমার প্রথম চাইনিজ বই
ইদাই ইলু প্রকাশনী
৩১/৩/এ, বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা
ঢাকা-১২১৬
ফোনঃ ০৯৬১৭৭৭৮৮৮৮, ০১৭০০৮১৬৮৮৮
ইমেইল : sadycab888@gmail.com.
facebook.com/yidaiyilupublications
https://yidaiyilupublications.com

প্রচ্ছদ
গাজী হাসান
মুদ্রণ
স্যালভো প্রিন্টার্স,
১৭৮, এলিফেন্ট রোড, ঢাকা

পরিবেশনায়
উই স্পিক চাইনিজ ক্লাব বাঃ লিঃ, মিরপুর ডিওএইচএস, ঢাকা
আপন প্রকাশ, ৩২/বি, কনকর্ড শপিং কমপ্লেক্স, এলিফেন্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা
সাকিব বুক সেন্টার, ৭ নং গলি, নীলক্ষেত, ঢাকা

মূল্যঃ ৬৭০ টাকা

ISBN: 978-984-36-0543-6

Amar Porothom Chinese Boi ([My First Chinese Book] a students hand note to learn basic Chinese); Compiled and Edited by: Dr. Mohammad Sady. Published by: Yidai Yilu Publications, 31/3/A, Borobag, Mirpur-2, Dhaka; Printed by: Salvo printers, 178, Elephant road; distributed by Sakib Book Center, Road no. 7, Nillkhet, Dhaka. First print: January 2016. Revised print: December 2024. Price: Tk. 670 / RMB 50.

前言 ভূমিকা

ভাষার গুরুত্ব সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অর্থনীতি ও রাজনীতির গুরুত্বের ওপর নির্ভরশীল। চীনদেশের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির সঙ্গে তাল রেখে বাংলাদেশের সাথে তার বাণিজ্যিক সম্পর্ক গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য থেকে বিলাস দ্রব্য পর্যন্ত প্রায় সব ধরনের পণ্যই এখন চীন থকে আসছে। বাংলাদেশি পণ্যের চীনদেশে যাওয়াটাও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে চীনের বিপুল বিনিয়োগ ছাড়াও চীনদেশ থেকে বহু ব্যবসায়ী ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে এসে ব্যবসা শুরু করেছে। অর্থনৈতিক বিবেচনায় চীন বাংলাদেশের এক অপরিহার্য বন্ধু। দুই দেশের সম্পর্কের আরও বহু দিক বলাই বাহুল্য। এটি বাংলাদেশের জন্য এক বিপুল সম্ভাবনার সূচনা। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বাংলাভাষীদের চীনাভাষা শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে চীনা ভাষা হচ্ছে দ্বিতীয় ভাষা এবং আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ মাধ্যম। সুতরাং চীনদেশ ছাড়াও পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাথে আমাদের আরও ভালো যোগাযোগ গড়তেও চীনা ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য।

১৯৪৭সালে বৃটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীন হওয়ার সময় প্রহসনমূলক বিভাজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধাংশ ভারতে পরিণত হওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের সাথে চীনদেশের সরাসরি সীমান্ত থাকায় ইতিহাসের সব পর্বেই দু'দেশের মধ্যে বেশ যোগাযোগ ছিল। এক্ষেত্রে বহু সংখ্যক বাংলা শব্দের সাথে চীনা শব্দের উচ্চারণ ও অর্থগত মিল লক্ষণীয়। এটা হতে পারে আমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যকার তিব্বতি-বর্মি অংশের প্রভাব, হতে পারে মুঘলদের প্রভাব। তবে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে চীনাভাষা শেখার বড় কোনো প্রবাহ তৈরি হয়নি, ফলে প্রয়োজনীয় বইপুস্তক ও শিক্ষকের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। এঅভাববোধ থেকেই নিজের চীনাভাষা শেখা, দোভাষী হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতা ও শেখানোর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাভাষী সর্বসাধারণ মানুষেকে চীনা ভাষার প্রাথমিক ধারণা দেয়ার জন্য এই বইটি **হ্যান্ডনোট (学生手册)** হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। এই বই তৈরিতে **বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের** 'যোগাযোগমূলক চীনাভাষা' কোর্সের পাঠ্যক্রম, চাইনিজ স্তর (২০২১) পরীক্ষা-৩ (**HSK 3**) এর পাঠ্যক্রম এবং বেইযিং ল্যাংগুয়েজ এন্ড কালচার ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ২০১০ সালে প্রকাশিত 'হানউয়ি যিয়াও ছং (汉语教程)' ও 'পিয়াওচুন যিয়াওছং (标准教程)' সিরিজ এবং বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত **HSK** পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ছায়া অনুসরণ করা হয়েছে। বইটি নুন্যতম ৬ মাস পাঠ করলে প্রাথমিক চীনাভাষা ভালোভাবে রপ্ত করা যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এই বইয়ের যে কোনো ধরনের ভুল অথবা আপনার কোনো মূল্যবান পরামর্শ অনুগ্রহ করে আমাদের কাছে (sadycab888@gmail.com) এই ঠিকানায় ইমেইল করুন, পরবর্তী সংস্করণে আমরা সেগুলো গ্রহণ করতে সচেষ্ট থাকব। আর বইটি চীনা ভাষা শিক্ষার্থীদের উপকারে আসলে আমরা ধন্য হব।

-প্রকাশক

目录 সূচিপত্র

A	中国简介	চীনদেশ পরিচিতি	07
B	汉语简介	চীনাভাষা পরিচিতি	10
C	汉字的发音	চীনা অক্ষরের উচ্চারণ	12
D	汉语声调	চীনা উচ্চারণে স্বরমাত্রা	15
E	汉字母	চীনা বর্ণমালা	18
F	汉字写法	চীনা অক্ষর লেখার কৌশল	23
第一课	你好	পরিচিত হওয়া	24
第二课	我来自达卡	আমার ঢাকা থেকে এসেছি	28
第三课	学数字	সংখ্যা শিখি	32
第四课	我的手机号码	আমার মোবাইল নাম্বার	37
第五课	今天几号	আজ কত তারিখ	41
第六课	我半年学习中文	আমি আধা বছর চীনাভাষা শিখব	45
第七课	现在几点	এখন কয়টা বাজে	49
第八课	院子里有晚会	উঠানে সান্ধ্য অনুষ্ঠান হবে	53
第九课	我的家庭	আমার পরিবার	57
第十课	我们的亲戚们	আমাদের আত্মিয়গণ	61
第十一课	去哪边	কোন দিকে যাবেন	65
第十二课	新商场怎么走	নিউ মার্কেটে কিভাবে যাবো	69
第十三课	你们学习怎么样	আপনাদের লেখাপড়া কেমন হচ্ছে	73
第十四课	爸爸很生气	বাবা খুব রেগে গেছেন	78
第十五课	我来介绍一下	একটু পরিচয় করিয়ে দিই	82
第十六课	又好又便宜	যেমন ভালো তেমন সুলভ	86
第十七课	中式礼仪	চীনা সৌজন্যতা	91
第十八课	恭喜你	আপনাকে অভিনন্দন	95
第十九课	买一送一	একটা কিনলে একটা ফ্রি	99
第二十课	我喜欢红色	আমি লাল রঙ পছন্দ করি	103
第二十一课	我的地址	আমার ঠিকানা	107
第二十二课	坐什么车方便	কোন গাড়ি সুবিধাজনক	113
第二十三课	来我们吃饭吧	আসেন খাওয়া দাওয়া করি	119
第二十四课	你做什么工作	আপনি কি করেন	125
第二十五课	十月一号是我的生日	১ অক্টোবর আমার জন্মদিন	131
第二十六课	走去看病	চলো ডাক্তার দেখাই	137
第二十七课	休息时你做什么	তুমি অবসরে কি করো	143

第二十八课	天气预报	আবহাওয়ার পূর্বাভাষ	149
第二十九课	坐飞机去中国	বিমানে চড়ে চীনে যাই	155
第三十课	中国文化简介	চীনা সংস্কৃতি পরিচিতি	161
第三十一课	我要去银行取钱	আমি ব্যাংকে টাকা তুলতে যাব	167
第三十二课	吉大港比达卡漂亮	চট্টগ্রাম ঢাকার চেয়ে সুন্দর	173
第三十三课	我跟你不一样	আমি আর তুমি এক না	179
第三十四课	米丽要去上班	মিলি চাকরি করতে চায়	185
第三十五课	去参观广交会	গুয়াংদোং মেলা দেখতে যাই	191
第三十六课	我看世界杯	আমি বিশ্বকাপ দেখি	197
第三十七课	一下雨就堵车	যেই বৃষ্টি হল অমনি যানজট	203
第三十八课	中国人的婚礼	চীনাদের বিবাহ অনুষ্ঠান	209
第三十九课	真正的朋友	সত্যিকারের বন্ধু	215
第四十课	去看看世界	জগৎ দেখতে যাই	221
第四十一课	求职与应聘	চাকরির আবেদন ও নিয়োগ	228
第四十二课	引起注意	দৃষ্টি আকর্ষণ করা	234
第四十三课	正常的生活和收入	স্বাভাবিক জীবন ও রোজগার	240
第四十四课	老达卡工具市场	পুরান ঢাকার যন্ত্রপাতি বাজার	246
第四十五课	买对的	সঠিক জিনিস কিনি	252
第四十六课	自我治疗是最大的医疗	স্বচিকিৎসাই বড় চিকিৎসা	258
第四十七课	生活的美丽	জীবনের সৌন্দর্য	264
第四十八课	阳光总在风雨后	দুঃখের পর সুখ আসে	270
第四十九课	读好书	ভালো বই পড়ি	276
第五十课	用心发现世界	অন্তর দিয়ে বিশ্ব দেখি	282
第五十一课	我母亲在服装厂工作	আমার মা গার্মেন্টসে চাকরি করেন	288
第五十二课	我吃着饭听新闻	আমি খাই আর খবর শুনি	294
第五十三课	环保运动	পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন	300
第五十四课	教育孩子的艺术	শিশু শিক্ষার ক্যারিশমা	306
第五十五课	生活可以更美好	জীবনকে উন্নত করি	313
第五十六课	人与自然	মানুষ ও প্রকৃতি	319
第五十七课	我爸爸是个农民	আমার বাবা একজন কৃষক	325
第五十八课	建筑帕德玛大桥	পদ্মা সেতু নির্মাণ	331
第五十九课	买真皮鞋	আসল জুতা কিনি	337
第六十课	伊斯兰教到中国	চীনদেশে ইসলাম	343

附录 fùlù পরিশিষ্ট

নং	নাম	পৃ	নং	নাম	পৃ
১	চীনা কবিতা	350	২০	বিদ্যুৎ	388
২	মৌলিক চীনা অক্ষর	362	২১	পরিমাপ	389
৩	মানব শরীর	370	২২	গাণিতিক চিহ্ন	390
৪	ফুল	372	২৩	যতি চিহ্ন	391
৫	ফল	373	২৪	ছোট অস্ত্রপাতি	392
৬	পাখি	374	২৫	বড় যন্ত্রপাতি	393
৭	প্রাণী	375	২৬	নির্মাণ সামগ্রি	394
৮	সবজি	376	২৭	খেলাধুলা	395
৯	মাছ	377	২৮	সংস্কৃতিবিষয়ক শব্দ	396
১০	বেকারি খাদ্যপণ্য	378	২৯	প্রশাসন	397
১১	তেল	379	৩০	গাড়ি	398
১২	রঙ	380	৩১	আসবাবপত্র	399
১৩	পোশাক শিল্প উপকরণ	381	৩২	অসুখ	400
১৪	পোশাক	382	৩৩	চিকিৎসা	401
১৫	প্রসাধনী সামগ্রী	383	৩৪	বাংলাদেশের উৎসব ও ছুটি	403
১৬	আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য	384	৩৫	বাংলাদেশের বিভাগ, জেলা	404
১৭	ধাতু	385	৩৬	চাইনিজ বংশের নাম	405
১৮	রাসায়নিক পদার্থ	386	৩৭	চীনের প্রদেশ ও রাজধানী	406
১৯	কম্পিউটার	387	৩৮	কয়েকটি দেশ ও রাজধানী	407

中国简介 zhōngguó jiǎnjiè চীনদেশ পরিচিতি

চীনদেশের পূর্ণনাম গণপ্রজাতন্ত্রী চীন (中华人民共和国中国 zhōnghuá rénmín gònghéguó)। বাংলাদেশের নিকট প্রতিবেশী, পূর্ব এশিয়ার ৫০০০ বছরের চেয়েও প্রাচীন সভ্যতার একটি দেশ। আয়তন ৯৫,৯৬,৯৬১ বর্গ কিলোমিটার। আয়তনের দিক থেকে এটি বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম রাষ্ট্র। জনসংখ্যা ১৪৪ কোটি। রাজধানী বেইজিং। এদেশে আছে ২২টি প্রদেশ, পাঁচটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল (অন্ত-মঙ্গোলিয়া, গুয়াংস্বি, স্বিনযিয়াং, নিংস্বিয়া ও তিব্বত), পাঁচটি কেন্দ্রশাসিত সিটিকর্পোরেশন (বেইজিং, থিয়েনযিন, সাংহাই, ছোংছিং ও স্বিওংআন), দুইটি স্বায়ত্বশাসিত বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল (হংকং এবং মাকাউ)। সার্বভৌমত্বের বাইরে আছে তাইওয়ান প্রদেশ। দেশটির প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক শহরের মধ্যে সাংহাই, গুয়াংচৌ, শেনযেন, খুনমিং, হাংচৌ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চীনের জাতীয় পতাকা

আর্থিক ও সামরিক দিক বিবেচনায় চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ শক্তি এবং এশিয়ার প্রধান আঞ্চলিক শক্তি। জনগোষ্ঠীর ৯২% হান জাতি; বাঁকি ৮% জনগোষ্ঠী ৫৫ টি সংখ্যালঘু উপজাতি। উপজাতিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তিব্বতি, মঙ্গোল, উইঘুর, হুঈ, চুয়াং, মিয়াও, ঈ প্রভৃতি। ১৯১২ সালে আধুনিক চীনা জাতির জনক সুন ছোংশানের নেতৃত্বে গণবিপ্লবের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের বিলোপ করে গণতান্ত্রিক চীন প্রতিষ্ঠা করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চাপে বিধ্বস্ত গণতান্ত্রিক সরকারকে সরিয়ে ১ অক্টোবর ১৯৪৯ সালে মহান নেতা মাওজেদোং প্রতিষ্ঠাতা করেন আধুনিক সমাজতান্ত্রিক (গণপ্রজাতান্ত্রিক) চায়না। চীনের বর্তমান রাষ্ট্রপতি শি জিনফিং, প্রধানমন্ত্রী লি খোছিয়াং। মুদ্রার নাম রেনমিনবি (¥)। ১৯৭৮ সালের অর্থনৈতিক সংস্কারের পর থেকে চীন বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধমান প্রধান অর্থনীতিগুলির একটিতে পরিণত হয়েছে। ২০২৩ সালে অনুমিত মাথাপিছু জিডিপি (পিপিপি) ছিল ২৩,৩৮২ ডলার।

চীনের জাতীয় প্রতীক

চীনের ভূমিরূপ বৈচিত্র্যময়। দেশটির উত্তরাংশে আছে অরণ্য, তৃণভূমি এবং গোবি ও তাকলামা গান মরুভূমি। এর দক্ষিণাংশে আছে হিমালয় ও কারাকোরাম পর্বতমালা, পামির মালভূমি ও থিয়েন শান পর্বতমালা। এদেশের ইয়াংসি নদী বিশ্বের ৩য় দীর্ঘতম ও হুয়াংহো নদী বিশ্বের ৬ষ্ঠ দীর্ঘতম। প্রশান্ত মহাসাগরে চীনের তটরেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪,৫০০ কিলোমিটার। চীনের উত্তরে রয়েছে মঙ্গোলিয়া; উত্তর পূর্বে রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়া; পূর্বে চীন সাগর; দক্ষিণে ভিয়েতনাম, লাওস, মায়ানমার, ভারত, ভূটান, নেপাল; দক্ষিণ পশ্চিমে পাকিস্তান; পশ্চিমে আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, কির্গিজিস্তান ও

কাজাকিস্তান। এই ১৪টি দেশ বাদে চীনের পূর্বে পীত সাগরের পাশে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান; দক্ষিণ চীন সাগরের উল্টো দিকে আছে ফিলিপাইন। চীনের তিব্বত সীমান্ত থেকে সামান্য দূরে বাংলাদেশ।

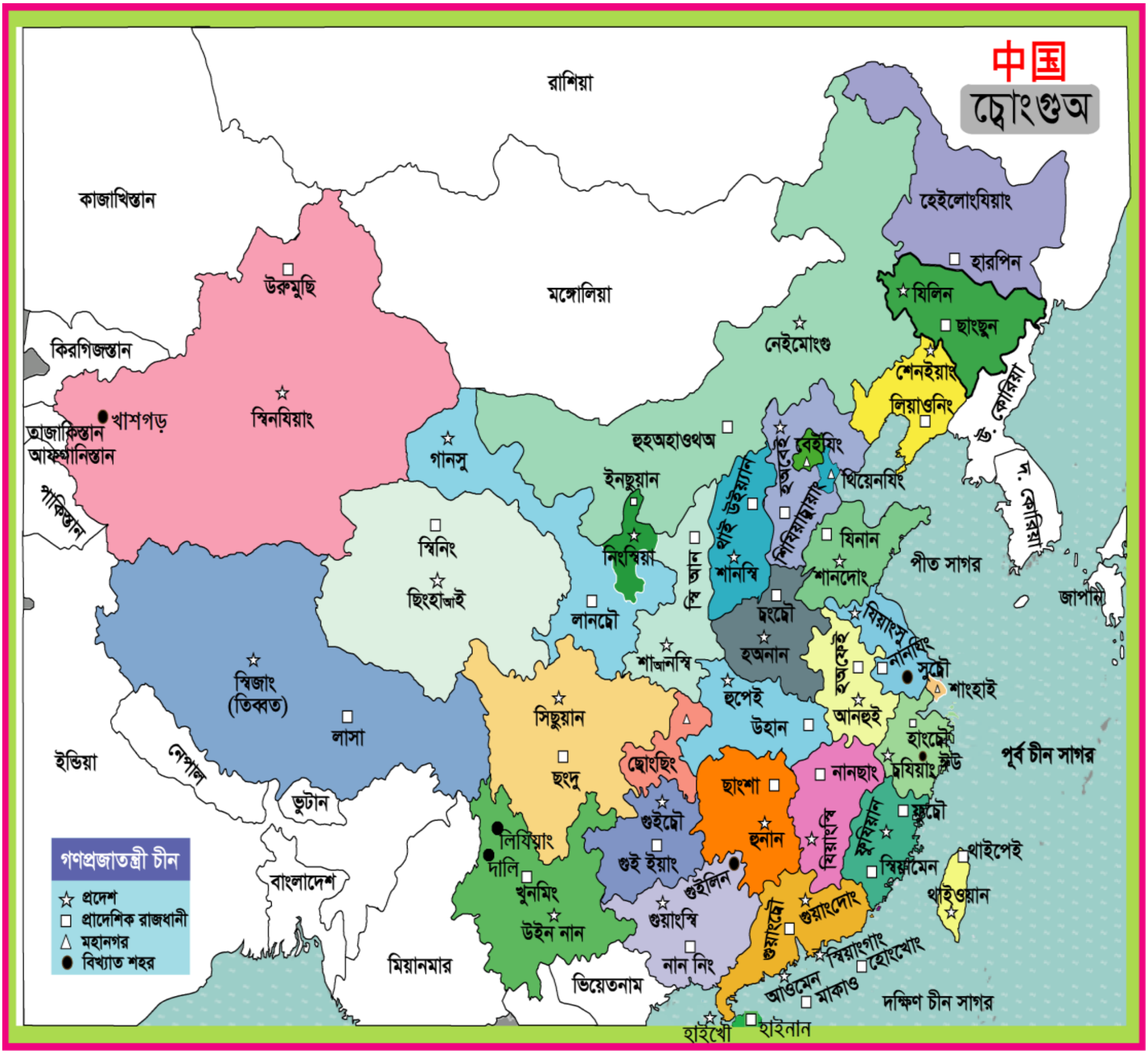

এদেশের উন্নয়ন পরিসংখ্যানে দেখা যায় চীন ২০১১-১৩ সালে ৩ বছরে মোট সিমেন্ট ব্যবহার করেছে ৬.৬ গিগা টন, বিপরীত ক্রমে আমেরিকা গোটা ২০ শতকে ১০০ বছরে ব্যবহার করেছিল ৪.৫ গিগা টন। চীন ২০১৬ সালে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছে ৫.৫৬৪ টিকে। ২০২০ সালে তাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩.১৭৮ টি যা বিশ্বে সর্বচ্চ। বর্তমান চীনদেশে সক্রিয় সামরিক বাহিনীর সদস্য ২১.৮ লক্ষ (২০১৯), ২০১৯ সালের

হিসাবে জানা যায় গত ১২ বছর যুদ্ধাস্ত্র রফতানি করেছে ১৬.২ বিলিয়ন ইউনিট, যা বিশ্বে সর্বচ্চ।

অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শিক্ষা ক্ষেত্রেও চীন বিশ্বের প্রায় সেরা স্থানে উঠে এসেছে। এখানে ১০০০ এর বেশি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২০০০ এর অধিক বিশ্ববিদ্যালয় মানের কলেজ আছে। যেগুলিতে প্রায় ২ কটি ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। ২০১৬ সালে পাঁচ লাখের অধিক চীনা ছাত্র ছাত্রী বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য গিয়েছিল, অন্যদিকে চীনে চার লাখ বিদেশী ছাত্র উচ্চ শিক্ষার জন্য এসেছিল। চীনের স্বিনহুয়া বিশ্ববিদ্যালয় এক বছরে ১১৬ টি দেশের প্রায় ৩৫ হাজার ছাত্র গ্রহণ করে।

চীন বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্য ও উন্নয়ন সহযোগী। ২০১৭-১৮ সালে বাংলাদেশ-চীনের বার্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১২৪০ কোটি ডলার ছিল। আমাদের মোট আমদানির ২৫% করা হয় চীন থেকে। আর চামড়া এবং পাটের প্রধান রপ্তানি গন্তব্যও চীন। ২০২১ সালে এই বাণিজ্য ২৫০০ কোটি ডলারে উন্নিত হয়েছে। ২০১৬ সালে চীনের রাষ্ট্রপতি শি যিনফিং বাংলাদেশ সফরের সময় আমাদের উন্নয়ন কাজে ২৪০০ কোটি ডলার ঋণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আশা করা যায় আগামি ১০-১৫ বছরে ৫০০০ কোটি ডলার হবে। এই সময়ের মধ্যে ৪২০০ কোটি ডলারের বেসরকারি বিনিয়োগও এসেছে। চীন সরকার সাবেক রেশম পথেরে অনুরূপ “এক অঞ্চল এক পথ” （一带一路 yīdài yīlù） নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা ১৫০টি দেশকে সংযুক্ত করেছে। এই প্রকল্পে বাংলাদেশও যুক্ত হয়েছে।

汉语简介 hànyǔ jiǎnjiè চীনাভাষা পরিচিতি

চীনদেশের ভাষাই চীনাভাষা। চীনারা একে হানউঈ (汉语 hàn yǔ) নামে অভিহিত করেন। চীনা ভাষার বয়স ৫০০০ বছরের বেশি। এই ভাষার লিখিত অক্ষরের বয়স ৩০০০ বছরের বেশি। এদেশে ১২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গেছে। কচ্ছপের খোলের উপর লেখা অনেক নথিও পাওয়া গেছে। চীনদেশ আয়তনে এবং জনসংখ্যায় অনেক বড় হওয়ায় এদেশে অনেক শক্তিশালী আঞ্চলিক উপভাষা আছে। তবে তাদের সকলের সাধারণ ব্যবহারের ভাষা চীনা ফুথোংহুয়া (普通话 pǔtōnghuà)। ১৯৫৬ সালে ফুথোংহুয়াকে বর্তমান চীনদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। চীন ছাড়াও সিঙ্গাপুর, মালোয়েশিয়াসহ আরও ১১টি দেশে চীনাভাষা ব্যবহৃত হয়।

চীনা ভাষার লিখন পদ্ধতি চিত্রলিপিভিত্তিক। এই ভাষায় আগে অনেক বেশি অক্ষর ছিল এবং যেকেউ নতুন অক্ষর তৈরি করতে পারত, ফলে দিনে দিনে অক্ষর সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছিল, আর অক্ষরগুলো বেশ জটিলও ছিল। ১৯১৯ সাল থেকে প্রায় শত বর্ষ গবেষণার পরে ২০১৩ সালে চীন সরকার অক্ষরের সরলীকৃত আকৃতি, উচ্চারণ ও সংখ্যা নির্দিষ্ট করে ফরমান জারি করেন। বর্তমান মোট অক্ষররের সংখ্যা ৮১০৫টি। চীনের সব অঞ্চলের উপভাষাতেই এই একই চিত্রলিপিভিত্তিক লিখন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় ফলে লিখিত সব চীনা উপভাষাই তারা সবাই বুঝতে পারেন। এটা বিশ্বের প্রায় ১২০ কোটি মানুষের (পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৬%) মাতৃভাষা। নিকট প্রতিবেশী হওয়ায় বিপুল সংখ্যক বাংলা শব্দের সাথে চাইনিজ শব্দের উচ্চারণ ও অর্থগত মিল আছে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক স্তরে চীনাভাষা বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৯১ সালে মাত্র ৫০০০ বিদেশী ছাত্র ছাত্রী চীনাভাষা দক্ষতার পরীক্ষা দিয়েছিল কিন্তু ২০১০ সালে ৭৫০০০০ মানুষ এই পরীক্ষা দিয়েছে। ২০১৫ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছাত্র ছাত্রী চীনা ভাষা শিখেছিল। দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে চীনাভাষার চাহিদা বেড়েই চলেছে। বিশ্ব ব্যাপি চীনাভাষা ও সংস্কৃতি শেখার জন্য প্রায় ৫০০টা কনফুসিয়াস ইন্সটিটিউট (孔子学院 kǒngzi xuéyuàn) আছে।

চীনা ভাষার ব্যাকরণ সহজ-সরল। কর্তা এবং কালের পরিবর্তনের সঙ্গে ক্রিয়ার রূপের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন ধরা যাক 'যাওয়া' (去 qù ছুই) একটি ক্রিয়া। আমি, তুমি, আপনি, তুই, সে ইত্যাদি কর্তার সঙ্গে বাংলার মতো যাই, যাও, যান, যাস, যায় ইত্যাদি, আবার কালের পরিবর্তনে যাচ্ছেন, যাবেন, যেতেন, গেলেন, গিয়েছিলেন প্রভৃতি শব্দে রুপান্তরিত না হয়ে এক এবং অভিন্ন রূপে অপরিবর্তিত থাকে। চীনা বাক্যের মৌলিক অংশের গঠনপ্রকৃতি ইংরেজীর মতো (কর্তা + ক্রিয়া + কর্ম)। যেমন: I go to work চীনা ভাষায় হচ্ছে 'ওয়া ছুই কোংচুঅ' (我去工作。wǒ qù gōngzuò.)। এখানে 'ওয়া' মানে আমি। 'ছুই' মানে যাওয়া আর 'কোংচুঅ' মানে চাকরি করা। চীনা বাক্যের অন্যান্য অংশের গঠন বাংলা বাক্যের গঠনরীতির মত। যেমনঃ আমি আগামি কাল বাড়ি ফিরব--'ওয়া মিংথিয়েন হুঈ যিয়া' (我明天回家。wǒ míngtiān huí jiā.)। মিংথিয়েন মানে আগামি কাল, হুঈ মানে ফেরা, যিয়া মানে বাড়ি।

চীনাভাষার গঠনরীতি অনেক সহজ হওয়ায় এই ভাষা শেখাও অনেক সহজ। তবে এই ভাষার শব্দের উচ্চারণ, অর্থ এবং লিখন পরস্পরের মধ্যে মিল কম, ফলে সবগুলো আলাদা করে শিখতে হয়। আবার চীনা শব্দ পাঁচটা ভিন্ন স্বরে উচ্চারিত হয়। বাংলা ভাষায় এরকম স্বরপার্থক্য না থাকায় বাঙালীদের জন্য বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখতে একটু বেশি অনুশীলন করতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষার সময় কোন শিক্ষকের সাহায্যে শিখলে উচ্চারণ অধিকতর শুদ্ধ হওয়ার আশা করা যায়। এছাড়া গতিশীলভাবে চাইনিজ ভাষা বলার জন্য অনেক শোনা এবং বলাও দরকার। চীনা ভাষা শেখার ব্যাপারে চীনা টিভি নাটক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

汉字的发音
চীনা অক্ষরের উচ্চারণ (拼音 pīn yīn)

আধুনিক চাইনিজ অভিধানে চাইনিজ অক্ষরের (汉字 hàn zì) সম্ভাব্য উচ্চারণ ১৯৫৮ সাল থেকে রোমান বর্ণে লেখা হচ্ছে। এই পদ্ধতিকে ফ্বিনিন (拼音 pīn yīn) বলা হয়। বাংলায় অনেক চাইনিজ অক্ষরের বিশুদ্ধ উচ্চারণ লেখা প্রায় অসম্ভব। আমরা রোমান বর্ণের সাথে মিল রেখে বাংলায় নিম্নরূপে চাইনিজ ব্যঞ্জনধ্বনি ও স্বরধ্বনি উচ্চারণের চেষ্টা করতে পারি।

ব্যঞ্জনধ্বনি (২৩টি)(声母 shēng mǔ - initials)				
b ব, প	h হ	n ন	t থ	ch ছ *
c ছ *	j য, চ *	p ফ্ব *	w ও	sh শ *
d দ, ত	k খ	q ছ *	x স্ব *	zh চ্ব, জ্ব*
f ফ *	L ল	r র	y ই	
g গ, ক	m ম	s স（ছ） *	z চ, জ	

স্বরধ্বনি (৩৪টি) (韵母 yùn mǔ - finals)					
a আ /া	e অ	i ই / ি	o ও /ো	u উ/ ু	ü উঊই *
ai আই	ei এই	ia ইয়া	ong ওং	উই**	üe উঊইয়ে *
an আন	en এন	ian ইয়েন	ou ঔ/ৌ	ua উয়া	
ang আং	eng অং	iang ইয়াং		uai উয়াই	
ao আও	er আর	iao ইয়াও		uan উয়ান	
		ie ইয়ে		উইয়ান **	
		in ইন		uang উয়াং	
		ing ইং		ue উয়ে	
		iong ইওং		ui উই	
		iu ইঔ		un উন	
				উইন**	
				uo উঅ	

* তারকা চিহ্নিত অক্ষরঃ এই অক্ষরগুলোর উচ্চারণ একটু বিশেষায়িত।

** চিহ্নিতউচ্চারণঃ j, q, x, y এই চারটি বর্ণের পরে u বর্ণটি আসলে এইরূপ উচ্চারণ হয়। কারণ এই u বর্ণটি আসলে ü বর্ণ ছিল, যেহেতু এদের অন্য উচ্চারণ নেই তাই পরিবর্তন করে সাধারণ u লেখা হয়। যেমনঃ

ju - যুই	juan - যুইয়ান	jun - যুইন
qu - ছুই	quan - ছুইয়ান	qun - ছুইন
xu - স্থুই	xuan - স্থুইয়ান	xun - স্থুইন
yu - উই	yuan - উইয়ান	yun - উইন

বিশেষায়িত উচ্চারণ ধারণা

রোমান	বাংলা	মানুষের মুখের সম্ভব্য উচ্চারণ স্থান
c	ছ	উপর নীচ উভয় পাটির দাঁত একসাথে রেখে জ্বিহবার আগা উভয় পাটির দাঁতের সংযোগ স্থল স্পর্শ করে এই ধ্বনি উচ্চারণ করতে হয়। এই সময় ফুসফুস থেকে আসা বাতাসের চাপ বেশি থাকতে হয়।
f	ফ	উপরের পাটির দাঁতের সাথে নিচের ঠোঁট মিলে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়। ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার সময় মুখ বিবরে ঘসা লেগে, চাপ খেয়ে এক ধরণের শিস ধ্বনির সৃষ্টি হয়, এই ধ্বনি উচ্চারণে শ্বাস বায়ু সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয়।
j	য, চ	উপরের পাটির দাঁতের মূলে জিহ্বার আগা স্পর্শ করলে এই ধ্বনি সৃষ্টি হয়। এই সময় ফুসফুস থেকে আসা বাতাসের চাপ কম থাকতে হয়।
p	ফ্ব	নীচ উপর উভয় ঠোঁট মিলে এই ধ্বনি সৃষ্টি হয়। ফুসফুস থেকে আসা বাতাসের চাপ অনেক বেশি থাকতে হয়।
q	ছ	উপরের পাটির দাঁতের মূলে জিহ্বার আগা স্পর্শ করলে এই ধ্বনি সৃষ্টি হয়। এই সময় ফুসফুস থেকে আসা বাতাসের চাপ বেশি থাকতে হয়।
s	স	জ্বিহবার অগ্রভাগ নিচের পাটির দাঁতের নিচে স্পর্শ করলে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়। ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার সময় মুখ বিবরে ঘসা লেগে, চাপ খেয়ে এই শিস ধ্বনির সৃষ্টি হয়, এই সময় শ্বাস বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন সালামের ‘স’।

x	স্ব	জিহ্বার অগ্রভাগ নিচের পাটির দাঁতের নিচে ভেতর দিকে একটু বাঁকা হয়ে স্পর্শ করলে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়। ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার সময় মুখ বিবরে ঘসা লেগে, চাপ খেয়ে এ ধরণের শিস ধ্বনির সৃষ্টি হয়, এই ধ্বনি উচ্চারণে শ্বাস বায়ু সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন স্বাধিনতার 'স্ব'।
z	চ, জ	মুখ গহ্বর একটু প্রসারিত করেও জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের পাটির দাঁতের গোরা স্পর্শ করে এই ধ্বনি উচ্চারণ করতে হয়। এসময় ফুসফুস থেকে আসা বাতাসের চাপ কম থাকতে হয়।
ch	ছ	জিহ্বার আগা উপরের দিকে বাঁকা হয়ে উপরের শক্ত তালুর মধ্যভাগ স্পর্শ করলে এই ধ্বনি সৃষ্টি হয়। এই সময় ফুসফুস থেকে আসা বাতাসের চাপ বেশি থাকতে হয়।
sh	শ	জিহ্বার আগা উপরের দিকে বাঁকা হয়ে উপরের শক্ত তালুর মধ্যভাগ স্পর্শ করলে এই ধ্বনি সৃষ্টি হয়। এই সময় ফুসফুস থেকে আসা বাতাসের চাপ বেশি থাকতে হয়।
zh	চ্ব, জ্ব	জিহ্বার আগা উপরের দিকে বাঁকা হয়ে উপরের শক্ত তালুর মধ্যভাগ স্পর্শ করলে এই ধ্বনি সৃষ্টি হয়। এই সময় ফুসফুস থেকে আসা বাতাসের চাপ বেশি থাকতে হয়।
ü	উউই	নীচ উপর উভয় ঠোট মিলিয়ে একটু গোলাকৃতি করে ভেতরে জিহ্বাও গোলাকৃতি করে শিস দেয়ার মত করে উ+ই ধ্বনি উচ্চারণ করতে হয়।

汉语声调

চীনা উচ্চারণে স্বরমাত্রা (声调 shēng diào)

চাইনিজ উচ্চারণের ক্ষেত্রে মানুষের উচ্চারিত ধ্বনির উচ্চতাকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়। চাইনিজ শব্দগুলি এই পাঁচটি ভিন্ন স্বরমাত্রায় উচ্চারিত হয়। এই স্বরমাত্রাগুলি বোঝানোর জন্য রোমান বর্ণে লেখা ফ্লিনিনের (উচ্চারণ) স্বরবর্ণের উপর চারটি ভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

১ম) সমতল, কিছুটা উচ্চ ও সমমাত্রার দীর্ঘায়িত স্বর, (ব্যবহৃত স্বরমাত্রা ৫-৫,ব্যবহৃত চিহ্ন -, ā)।

২য়) উর্ধ্বমুখি, মধ্যম থেকে উচ্চমাত্রায় ওঠার স্বর, (ব্যবহৃত স্বরমাত্রা ৩-৫,ব্যবহৃত চিহ্ন/, á)

৩য়) ঢেউ খেলানো, নিম্ন-মধ্যম থেকে নিম্নে নেমে আবার উচ্চ-মাধ্যম মাত্রায় ওঠার স্বর, (ব্যবহৃত স্বরমাত্রা ২-১-৪,ব্যবহৃত চিহ্ন v, ǎ)

৪র্থ) নিম্নমুখি, উচ্চ মাত্রায় শুরু হয়ে নিম্ন মাত্রায় নামার স্বর, (ব্যবহৃত স্বরমাত্রা ৫-১, ব্যবহৃত চিহ্ন \, à)

৫ম) স্বাভাবিক, এটি স্বাভাবিক স্বর হওয়াই এর কোন বিশেষ চিহ্ন নেই। যথাঃ a

	১	২	৩	৪	৫
১	ā	á	ǎ	à	a
২	ē	é	ě	è	e
৩	ī	í	ǐ	ì	i
৪	ō	ó	ǒ	ò	o
৫	ū	ú	ǔ	ù	u

কিন্তু বাংলা ভাষায় এরূপ চিহ্ন দেয়ার কোনো প্রচলন নেই। তাই বাংলা ভাষায় চাইনিজ উচ্চারণের স্বরমাত্রা বোঝানো সবিশেষ কঠিন। আমরা ১ম ও ৩য় স্বরমাত্রা বোঝানোর জন্য ক্ষেত্র বিশেষে দুটি অতিরিক্ত স্বরবর্ণ ব্যবহার করতে পারি। তৃতীয় মাত্রা বোঝার জন্য

প্রয়োজনীয় স্থানে ব্যবহৃত অতিরিক্ত ১ম স্বরবর্ণটি কিছুটা ছোট করে লেখা যেতে পারে। পাঁচ স্বরের উদাহরণ নীচে দেয়া হল।

妈（mā মাআ）মা; 麻（má মা）আঁশ; 马（mǎ মাআআ）ঘোড়া; 骂（mà মা）গালি দেয়া; 吗（ma মা）কি।

স্বরের পরিবর্তন

উচ্চারণের ক্ষেত্রে দুইটা স্থানে স্বরের পরিবর্তন হয়। যথাঃ

(১) একই স্বরের একই উচ্চারণের দুটি অক্ষর পাশাপাশি বসে সম্বোধন পদ হিসাবে ব্যবহৃত হলে ২য় অক্ষরটি স্বাভাবিক স্বরে পরিণত হয়। যেমনঃ 妈妈（mā ma মাআমা）মা; 奶奶（nǎinai নাআই নাই）দাদি।

(২) ৩য় স্বরের দুটি অক্ষর পাশাপাশি বসলে সম্বোধনপদ ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে ১ম অক্ষরটি ২য় স্বরে পরিণত হয়। যেমনঃ 感想（gǎnxiǎng গান স্বিআয়াং）অনুভূতি।

(৩) চীনা অক্ষর ঈ "一 yī" সাধারণত প্রথম স্বরে উচ্চারিত হয়, তবে এটির পরে ১ম, ২য় ও ৩য় স্বর থাকলে এটি ৪র্থ স্বরে উচ্চারিত হয়, আবার এটির পরে ৪র্থ স্বর থাকলে এটি ২য় স্বরে উচ্চারিত হয়। যেমনঃ

* yì tiān（一天） yì nián（一年） yì wǎn（一晚）
* yí kuài（一块） yí gè（一个）

(৪) পু সাধারণত ৪র্থ স্বরে উচ্চারিত হয়, তবে এটির পরে ৪র্থ স্বর আসলে ২য় স্বরে উচ্চারিত হয়। যেমনঃ

* bù shuō（不说） bùxíng（不行） bù hǎo（不好）
* bú qù（不去） bú kèqì（不客气）

চীনা ভাষার শব্দগুলির স্বরমাত্রা উচ্চারণে তারতম্য হলে শব্দের অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায় তাই চীনাশব্দের উচ্চারণের সময় স্বরমাত্রা ব্যবহারে যত্নশীল হতে হবে।

স্বরসন্ধি

চীনা উচ্চারণের কিছু স্থানে স্বরসন্ধি লক্ষণীয়। যথাঃ

(১) 'ন' দিয়ে উচ্চারণ শেষ হয়েছে এমন কোনো অক্ষরের পরে 'উ' দিয়ে শুরু হয়েছে এমন কোন অক্ষর বসলে প্রথম অক্ষরের 'ন' স্বর পরিবর্তিত হয়ে 'ই'-এ রূপান্তরিত হয়। যেমনঃ 汉语（hàn yǔ）হান+উঈ= হাঁইউঈ (চাইনিজ ভাষা)

(২) 'ন' দিয়ে উচ্চারণ শেষ হয়েছে এমন কোনো অক্ষরের পরে 'আ' দিয়ে শুরু হয়েছে এমন কোন অক্ষর বসলে প্রথম অক্ষরের 'ন' স্বর বিলুপ্ত হয়। যেমনঃ 点儿（diǎn er）দিয়ে^এন + আর = দিঈয়ার (কিছু)

(৩) 'ন' দিয়ে উচ্চারণ শেষ হয়েছে এমন কোনো অক্ষরের পরে 'ম' দিয়ে শুরু হয়েছে এমন কোন অক্ষর বসলে প্রথম অক্ষরের 'ন' স্বর পরিবর্তিত হয়ে 'ম'-এ রূপান্তরিত হয়। যেমনঃ 怎么（zěn me）জে^এন + ম^অ = জেম্ম (কেমন)।

পাঁচ স্বরের উদাহরণ

	1	2	3	4	5
1	今天 jīntiān আজ	中国 zhōngguó চীনদেশ	冰水 bīngshuǐ বরফপানি	发现 fāxiàn বুঝতে পারা	真的 zhēnde সত্যি
2	明天 míngtiān আগামি কাল	明年 míngnián আগামি বছর	从此 cóngcǐ এখন থেকে	容易 róngyì সহজ	什么 shénme কি
3	打工 dǎgōng অস্থায়ী চাকরি করা	起床 qǐchuáng ঘুম থেকে ওঠা	你好 nǐhǎo আদাব	炒饭 chǎofàn ভাজা ভাত	我的 wǒde আমার
4	面包 miànbāo পাওরুটি	问题 wèntí প্রশ্ন	这里 zhèlǐ এখানে	再见 zàijiàn বিদায়	谢谢 xièxie ধন্যবাদ
5		驴 lǘ গাধা	女 nǚ মেয়ে	效率 xiào lǜ দক্ষতা	抢掠 qiǎng lüè লুট করা

汉字母
চীনা বর্ণমালা

চীনা ভাষার প্রতিটি অক্ষর এক একটা ছবি। তাই এই ভাষায় বাংলা বা ইংলিশ ভাষার ক, খ, গ, ঘ বা A, B, C, D এমন ধ্বনির প্রতিনিধিত্বকারী বর্ণমালা নেই, আছে শব্দের প্রতিনিধিত্বশিল শব্দাংশ বা অক্ষর, যার প্রত্যেকটির একটি অর্থ আছে। এই অক্ষরগুলির ২০০টি মৌল (部首 bùshǒu) আছে। এই মৌলগুলিকেই আমরা বাংলাভাষীরা চীনা বর্ণমালা গণ্য করতে পারি।

আধুনিক চীনা ভাষায় ৮,১০৫ টি অক্ষর (汉字 hàn zì) আছে। অধিকাংশই যৌগিক অক্ষর। যৌগিক অক্ষরগুলোর দু'টি অংশ থাকে, অর্থ অংশ ও উচ্চারণ অংশ। মৌলগুলোকে সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়ে বা না দিয়ে যুক্তাক্ষরের বাম দিকে অর্থ অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আর ডান দিকের অংশ উচ্চারণ অংশ হিসাবে গণ্য হয়। ৩৫০০টি অক্ষরকে চীনা ভাষায় দৈনন্দিন সর্বোচ্চ ব্যহৃত অক্ষর বলে ধরা হয়, যা মানব জীবনের প্রায় ৮০% ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এখানে কিছু প্রতিনিধিত্বশীল চীনা অক্ষর উল্লেখ করা হল। অক্ষরগুলো পরস্পর যোগ হয়ে নতু নতুন শব্দ তৈরি হয়।

০১	一	yī ই	এক	০২	二	èr আর	দুই
০৩	三	sān ছান	তিন	০৪	四	sì ছি	চার
০৫	五	wǔ উ	পাঁচ	০৬	六	liù লিউ	ছয়
০৭	七	qī ছি	সাত	০৮	八	bā পা	আট
০৯	九	jiǔ যিঔ	নয়	১০	十	shí শি	দশ

১১	0	líng লিং	শূন্য	১২	点	diǎn দিয়েন	দশমিক/ টা (ঘড়ি)
১৩	几	jǐ যি	কত	১৪	个	gè গা	টি, টা
১৫	人	rén রেন	মানুষ	১৬	我	wǒ ওয়া	আমি
১৭	你	nǐ নিঈ	তুমি	১৮	他	tā থা	সে
১৯	儿	ér আর	ছেলে	২০	子	zǐ জি	শিশু
২১	孩	hái হাই	সন্তান	২২	老	lǎo লাও	পুরাতন/ প্রিয়
২৩	女	nǚ নুউই	নারী	২৪	男	nán নান	পুরুষ
২৫	父	fù ফু	বাবা	২৬	母	mǔ মু	মা
২৭	学	xué স্বুয়ে	পড়া	২৮	生	shēng শং	জীবন/ জন্ম
২৯	是	shì শি	হ্যা/হয়/হও	৩০	来	lái লাই	আসা
৩১	去	qù ছুই	যাওয়া	৩২	水	shuǐ শুয়ি	পানি

৩৩	吃	chǐ ছি	খাওয়া	৩৪	喝	hē হো	পান করা
৩৫	米	mǐ মি	চাল	৩৬	面	miàn মিয়েন	গম, মুখ
৩৭	多	duō তুঅ	বেশি	৩৮	少	shǎo শাও	কম
৩৯	大	dà তা	বড়	৪০	小	xiǎo স্বিয়াও	ছোট
৪১	长	cháng ছাং	লম্বা	৪২	短	duǎn তুয়ান	খাটো
৪৩	牛	niú নিউ	গরু	৪৪	肉	ròu রৌ	গোশত
৪৫	羊	yáng ইয়াং	ছাগল	৪৬	鸡	jī চি	মুরগি
৪৭	干	gān গান	শুকনা	৪৮	湿	shī শি	ভেজা
৪৯	菜	cài ছাই	তরকারি/ সবজি	৫০	豆	dòu তৌ	ডাল
৫১	土	tǔ থু	মাটি	৫২	刀	dāo দাও	চাকু
৫৩	卡	kǎ খা	কার্ড	৫৪	片	piàn ফ্বিয়েন	ফালি

৫৫	力	lì লি	শক্তি	৫৬	身	shēn শেন	শরীর
৫৭	口	kǒu খৌ	মুখ	৫৮	舌	shé শ	জিহ্বা
৫৯	足	zú জু	পা	৬০	手	shǒu শৌ	হাত
৬১	头	tóu থৌ	মাথা	৬২	骨	gǔ গু	হাড়
৬৩	毛	máo মাও	পশম	৬৪	牙	yá ইয়া	দাঁত
৬৫	心	xīn স্বিন	হৃদয়	৬৬	血	xuè স্বুয়ে	রক্ত
৬৭	工	gōng গোং	কাজ	৬৮	做	zuò চুঅ	করা
৬৯	车	chē ছঅ	গাড়ি	৭০	厂	chǎng ছাং	কারখানা
৭১	山	Shān শান	পাহাড়	৭২	巾	jīn যিন	তোয়ালে
৭৩	自	zì জি	নিজ	৭৪	己	jǐ যি	নিজ
৭৫	床	chuáng ছুয়াং	খাট, বিছানা	৭৬	门	mén মেন	দরজা